W. B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA - 91

NOTE SHEET

228/SMC/2020

30-12-2020

Enclosed is the news clipping of "Bartaman" a Bengali daily, dated 30th December, 2020 the news item is captioned "বিপজ্জনকভাবে ঝুলে রয়েছে তারের জঙ্গল, দুর্ঘটনার শঙ্কা".

Chairman, West Bengal State Electricity Distribution Company Limited is directed to submit a detailed report about the incident by 5th March, 2021.

(Justice G.C. Gupta)
Chairperson

Encl : News Item dt.30-12-2020.

Ld. Registrar to upload in the website and to keep NHRC posted about cognizance taken on the subject by WBHRC.

Hon'ble Chairperson

Hon'ble Member (Admn.) is absent today
30/12/2020

In that case Suo-motu cognizance may be taken singly.
30/12/20

বহুতল পার্কিংয়ে। পার্কিংটিকে সাজানো হচ্ছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে। প্রবেশ এবং বাইরের ক্ষেত্রে স্বনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা রাখা হবে বলেও জানা গিয়েছে।

অটো, গাড়ি, ট্যাক্সিকে। তাতে অনেক সময়ই পড়ছেন পথচলতি মানুষ। তাই পার্কিং লটের কাজ যত তাড়াতাড়ি শেষ হয়, নিত্যযাত্রীদের পক্ষে ততই সুবিধা।

বিপজ্জনকভাবে ঝুলে রয়েছে ‘তারের জঙ্গল’, দুর্ঘটনার শঙ্কা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: ঠিক জঙ্গলের আকার ধারণ করেছে। তবে গাছপালা বা আগাছার নয়। বৈদ্যুতিক তারের জঙ্গল। সল্টলেকের একাধিক এলাকায় বিপজ্জনকভাবে ঝুলছে সেগুলি। কোথাও রয়েছে জট পাকিয়ে। আবার কোথাও কোথাও নজরদারির অভাবে রাস্তাতেই ছিঁড়ে পড়ে রয়েছে তার। খালপাড় ধরে আবার ভিন্ন চিত্র। বৈদ্যুতিক তার জড়িয়ে বেড়ে উঠেছে লতাপাতা। শুকনো গাছের ডালের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে একাধিক পাকানো তার। বৈদ্যুতিক গোলযোগ বা শর্ট সার্কিটের কারণে ঘটতে পারে দুর্ঘটনা। অতীতে বৈদ্যুতিক তার থেকে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে বহুবার। সল্টলেকেও যেন সেরকম বিপদ না-হয়, এই আশঙ্কায় এখন ভীত হয়ে উঠেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

সল্টলেক

সল্টলেক চত্বর ঘুরে দেখা গিয়েছে, তারের জঙ্গলের সমস্যা দিন দিন বাড়ছে। বোঝা যায়, দীর্ঘদিন নজরদারি নেই। ফলে, একের পর এক তারের বোঝা বেড়ে গিয়েছে পোস্টগুলিতে। সেখানে যোগ হয়েছে ইন্টারনেট কানেকশনের লাইনও। সিজে ব্লকের একাংশে দেখা গেল, বিদ্যুৎ সংযোগের তারের সঙ্গে পাকিয়ে দেওয়া হয়েছে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের কানেকশন। ফলে যে-কোনও জরুরি পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের পক্ষে বুঝে ওঠা কঠিন হতে পারে—কোন তারটি আসলে কীসের। ইএম বাইপাসের বেলেঘাটা ক্রসিং থেকে ব্রডওয়ে রোড ধরে সল্টলেকে ঢোকার রাস্তার ডিভাইডারের উপরেই একাধিক জায়গায় বিপজ্জনকভাবে ঝুলছে অনেক ইলেকট্রিক তার। দু'দিকের রাস্তার মাঝে যে সৌন্দর্যায়নের জন্য জায়গা রয়েছে তাতেই এলোমেলোভাবে পড়ে রয়েছে সেগুলি। স্থানীয় মানুষের বক্তব্য, উম-পুন বিপর্যয়ের পর থেকেই এই অবস্থা। প্রাথমিকভাবে মেরামত করা হলেও দুর্ঘটনার আশঙ্কা যায়নি। যে-কোনও মুহূর্তে সেখানে শর্ট সার্কিটের মতো বিপদ ঘটতে পারে।

এএইচ ব্লকের এক বাসিন্দা বলেন, খালপাড়ের ধারের বৈদ্যুতিক পোস্টগুলি বিনা পরিচর্যায় পড়ে রয়েছে। অন্যদিকে, সেখানে বেড়েই চলেছে আগাছার জঙ্গল। কোথাও কোথাও

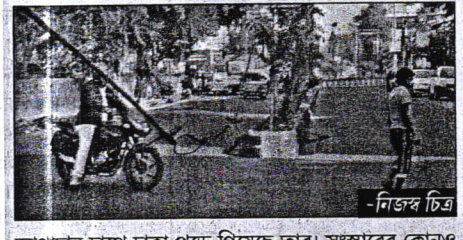

-নিজস্ব চিত্র

আগাছার চাপে ঢাকা পড়ে গিয়েছে তার। সংস্কারের কোনও উদ্যোগ নেই বিদ্যুৎ বণ্টনকারী সংস্থার। ফলে দুর্ঘটনার আশঙ্কা ক্রমশ বাড়ছে। বেশকিছু জায়গায় আবার রাস্তাতেই ছিঁড়ে পড়ে রয়েছে একাধিক বিদ্যুতের তার। পাশেই নর্দমা। যার ফলে ছেঁড়া তারে প্রবাহিত বিদ্যুৎ নর্দমার জলের সংস্পর্শে এসে মারাত্মক বিপদ ঘটাতে পারে। শুধু ছেঁড়া তার নয়, আরও কয়েকটি বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। শুকনো গাছের ডালের সঙ্গে ইলেক্ট্রিকের তার জড়িয়ে থাকার ফলে সেখান থেকেও বড়সড় অগ্নিকাণ্ডের মতো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। শুকনো ডালপালা বা আগাছায় আগুন লাগলে তা সহজে নিয়ন্ত্রণে আনা বেশ কষ্টকর।